উপসর্গ

তানহি খান তানহা

উপসর্গ

উপসর্গ

- উপসর্গ’ শব্দটি সংস্কৃত বা তৎসম ভাষার শব্দ।
- উপসর্গ বাংলা ব্যাকরণের শব্দতত্ত্বে বা রূপতত্ত্বে আলোচিত হয়।
- উপসর্গের কাজ নতুন শব্দ গঠন করে
- প্রত্যেকটি উপসর্গ এক একটি অব্যয়সূচক শব্দ।
- উপসর্গ শব্দটি অর্থগতভাবে রূঢ়/ রূঢ়ি শব্দ

উপসর্গ

যে অর্থহীন শব্দাংশ অন্য শব্দের শুরুতে বসে নতুন শব্দ গঠন করে, সেগুলোকে উপসর্গ বলে। সুনজর (সু + নজর), অভিযোগ (অভি + যোগ), বেতার (বে + তার) প্রভৃতি শব্দের ‘সু’, ‘অভি’, ‘বে' হলো উপসর্গ।

P2A

উপসর্গ

- উপসর্গ সব সময় মূল শব্দ বা ধাতুর পূর্বে যুক্ত হয়।

- **উপসর্গ** হলো কিছু অর্থহীন শব্দাংশ, যেগুলি অন্য শব্দের শুরুতে বসে নতুন শব্দ গঠন করে। এর কাজ হলো নতুন নতুন শব্দ গঠন করা।

- উপসর্গের নিজস্ব কোনো অর্থ নেই, তবে এগুলো অন্য শব্দের সাথে যুক্ত হয়ে বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে থাকে।

‘অর্থবাচকতা’ ও ‘অর্থদ্যোতকতা’

- ‘অর্থবাচকতা’ বলতে বোঝায় তার নিজস্ব অর্থ। আর ‘অর্থদ্যোতকতা’ হলো অর্থ সৃষ্টির ক্ষমতা।

- ‘উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই, কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে', অর্থাৎ উপসর্গের নিজস্ব কোন অর্থ নেই কিন্তু অন্য শব্দের আগে বসে নতুন শব্দ তৈরি করতে পারে।

উপসর্গের বৈশিষ্ট্য

উপসর্গগুলোর প্রত্যেকটি এক একটি শব্দাংশ বা শব্দখণ্ড। এদের নিজেদের কোনো অর্থ নেই বা পৃথকভাবে ব্যবহৃত হয় না। কেবল ধাতু বা শব্দের পূর্বে যুক্ত হলেই এরা শব্দ গঠন করে এবং অর্থের বৈচিত্র্য সাধন করে।

উপসর্গ যখন শব্দ গঠন করে তখন গঠিত শব্দের মাধ্যমে মূল ধাতু বা শব্দের অর্থের পরিবর্তন, সম্প্রসারণ, সংকোচন বা অর্থের পূর্ণতা সাধনকরে।

উপসর্গগুলোর সঙ্গে কোনো বিভক্তি বা প্রত্যয় যুক্ত হয় না বলে এদের রূপের কোনো পরিবর্তন হয় না। এজন্য ব্যাকরণে উপসর্গকে অব্যয় বলেও গণ্য করা হয়।

উপসর্গের কাজ

১. নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরি করে। যেমন- প্র + ভাত = প্রভাত

২. শব্দের অর্থের পূর্ণতা সাধন করে। যেমন- পরি + ভ্রমণ = পরিভ্রমণ

৩. শব্দের অর্থের সম্প্রসারণ ঘটায়। যেমন- সম্ + পূর্ণ = সম্পূর্ণ

৪. শব্দের অর্থের সংকোচন ঘটায়। যেমন- সু + নজর = সুনজর

৫. শব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটায়। যেমন- অনা + বৃষ্টি = অনাবৃষ্টি

৬. শব্দের বিপরীত অর্থ প্রদান করে। যেমন- গর + হাজির = গরহাজির

প্রশ্ন যেভাবে হতে পারে

- অভাব অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে কোন উপসর্গটি?
- কোন উপসর্গটি ভিন্নার্থে প্রযুক্ত?
- কদাকার শব্দটি কোন উপসর্গযোগে গঠিত?
- ‘অপ’ কী ধরণের উপসর্গ?

বাংলা ভাষায় সাধারণত ৩ ধরনের উপসর্গ ব্যবহৃত হতে দেখা যায়

- বাংলা উপসর্গ
- সংস্কৃত বা তৎসম
- বিদেশি উপসর্গ

খাঁটি বাংলা উপসর্গ

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত খাঁটি বাংলা উপসর্গ একুশটি

বাংলা উপসর্গ ২১ টি

অ, অনা, অজ, অঘা,

আ, আড়, আন, আব,

স, সা, সু, হা

ইতি, উন,

কদ, কু, নি,

পাতি, বি, ভর, রাম

সংস্কৃত (তৎসম) উপসর্গ

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত সংস্কৃত উপসর্গ বিশটি

সংস্কৃত (তৎসম) উপসর্গ

প্র, পরা, পরি, প্রতি

অতি, অধি, অপি, অভি, অপ, অব, অনু, আ

নি, নির

সু, সম,

বি, উৎ, দুর, উপ

বিদেশি উপসর্গ

আরবি, ফারসি, ইংরেজি ও উর্দু- হিন্দি এইসব ভাষার উপসর্গ বাংলা ভাষায় প্রচলিত রয়েছে।

আরবি, ফারসি, ইংরেজি ও উর্দু- হিন্দি

- আরবি- আম, খাস, লা, গর, খয়ের, বাজে
- ফারসি- বদ্ , বর্ , নিম্ , ফি, কম্ , বে্, দর্ , কার্ না
- ইংরেজি- হেড, সাব, হাফ, ফুল
- উর্দু-হিন্দি- হর

কমন উপসর্গ (বাংলা, তৎসম)

আ সু বি নি

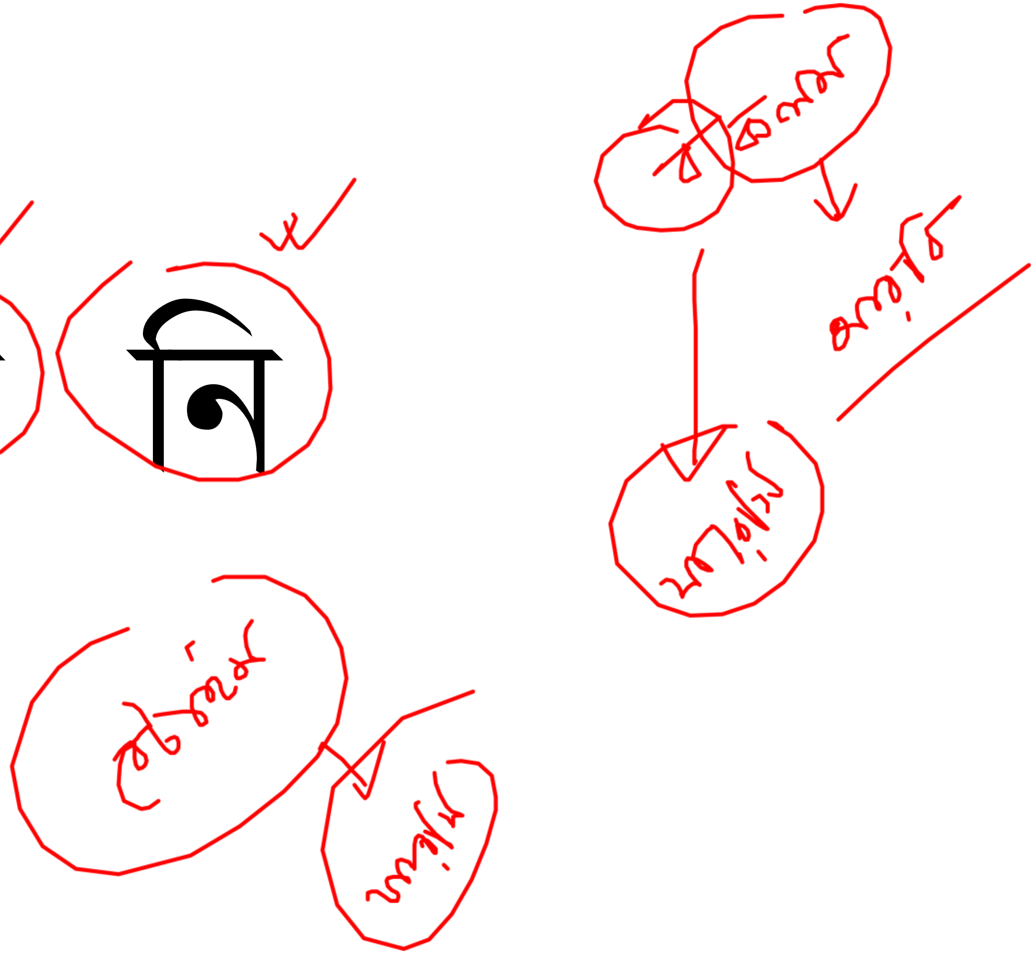

কোন উপসর্গ?

আকণ্ঠ- এখানে কোন উপসর্গ?

বাংলা

- **আ** -আকাঁড়া, আধোয়া, আলুনি, আকাঠা, আগাছা।
- **সু** -সুনজর, সুদিন, সুকাজ, সুখবর
- **বি** -বিভূই, বিপথ।
- **নি** -নিলাজ, নিরেট, নিভাজ, নিখুঁত

তৎসম

- **আ**- আকণ্ঠ, আমরণ, আসমুদ্র, আরক্ত, আভাস, আগমন।
- **সু**- সুকণ্ঠ, সুকৃতি, সুচরিত্র, সুপ্রিয়, সুনীল, সুগম, সুসাধ্য, সুলভ, সুচতুর, সুকঠিন, সুধীর, সুনিপুণ, সুতীক্ষ্ণ।
- **বি**- বিধৃত, বিশুদ্ধ, বিজ্ঞান, বিবস্ত্র, বিশুষ্ক, বিনিদ্র, বিবর্ণ, বিশৃঙ্খল, বিফল, বিচরণ, বিক্ষেপ, বিকার, বিপর্যয়।
- **নি**- নিবৃত্তি, নিবারণ, নির্ণয়, নিদাঘ, নিদারুণ, নিষ্কলুষ, নিষ্কাম।

একাধিক উপসর্গ

অপব্যবহার - অপ+বি+অব (হার)

অনুসন্ধান - অনু+সম (ধান)

অত্যাশ্চর্য - অতি+আ (চর্য)

পর্যবেক্ষণ - পরি+অব (ঈক্ষণ)

উপসংহার - উপ+সম (হার)

অত্যাচার - অতি+আ (চার)

অনুপ্রবেশ - অনু+প্র (বেশ)

পর্যালোচনা - পরি+আ (লোচনা)

প্রতিসংহার - প্রতি+সম (হার)

একাধিক উপসর্গ

উপনিষদ - উপ+নি (সদ)

দুর্নিবার - দুর+নি (বার)

প্রত্যুপকার - প্রতি+উপ (কার)

সম্প্রদান - সম+ প্র (দান)

নিরপরাধ- নির+অপ (রাধ)

অপ্রতিরুদ্ধ - অ+প্রতি (রুদ্ধ)

অপরিমাণ - অ+পরি (মান)

অপরিকল্পিত - অ+পরি (কল্পিত)

প্রত্যাবর্তন - প্রতি+আ (বর্তন)

অবিচ্ছিন্ন - অ+বি (ছিন্ন)

অসংযত - অ+সম (যত)

অভ্যুত্থান - অভি+উৎ (স্থান)

একাধিক উপসর্গ

অপ্রকল্প - অ+প্র (কল্প)

বিপ্রকর্ষ - বি+প্র (কর্ষ)

অবিসংবাদ - অ+বি+সম (বাদ

ব্যধিকরণ - বি+অধি (করণ)

ন্যূনতম - নি+ঊন (তম)

সমানাধিকরণ - সম+অনা+অধি (করণ)

অপ্রতিদ্বন্দ্বী - অ+প্রতি (দ্বন্দ্ব+ঈ)

সম্প্রসারণ - সম+প্র (সারণ)

সমভিব্যাহার- সম+অভি+বি+আ (হার)

অনির্বাণ - অ+নির (বান)

অপরিবর্তন - অ+পরি (বর্তন)

অত্যাসক্তি - অতি+আ (সক্তি)

একাধিক উপসর্গ

প্রত্যাবর্তন - প্রতি+আ (বর্তন)

অবিচ্ছিন্ন - অ+বি (ছিন্ন)

অসংযত - অ+সম (যত)

অভ্যুত্থান - অভি+উৎ (স্থান)

সমাবর্তন - সম+আ (বর্তন)

সংবিধান - সম+বি (ধান)

অপরিত্যাজ্য - অ+পরি (ত্যাজ্য)

অপিনিহিতি - অপি+নি (হিত+ই)

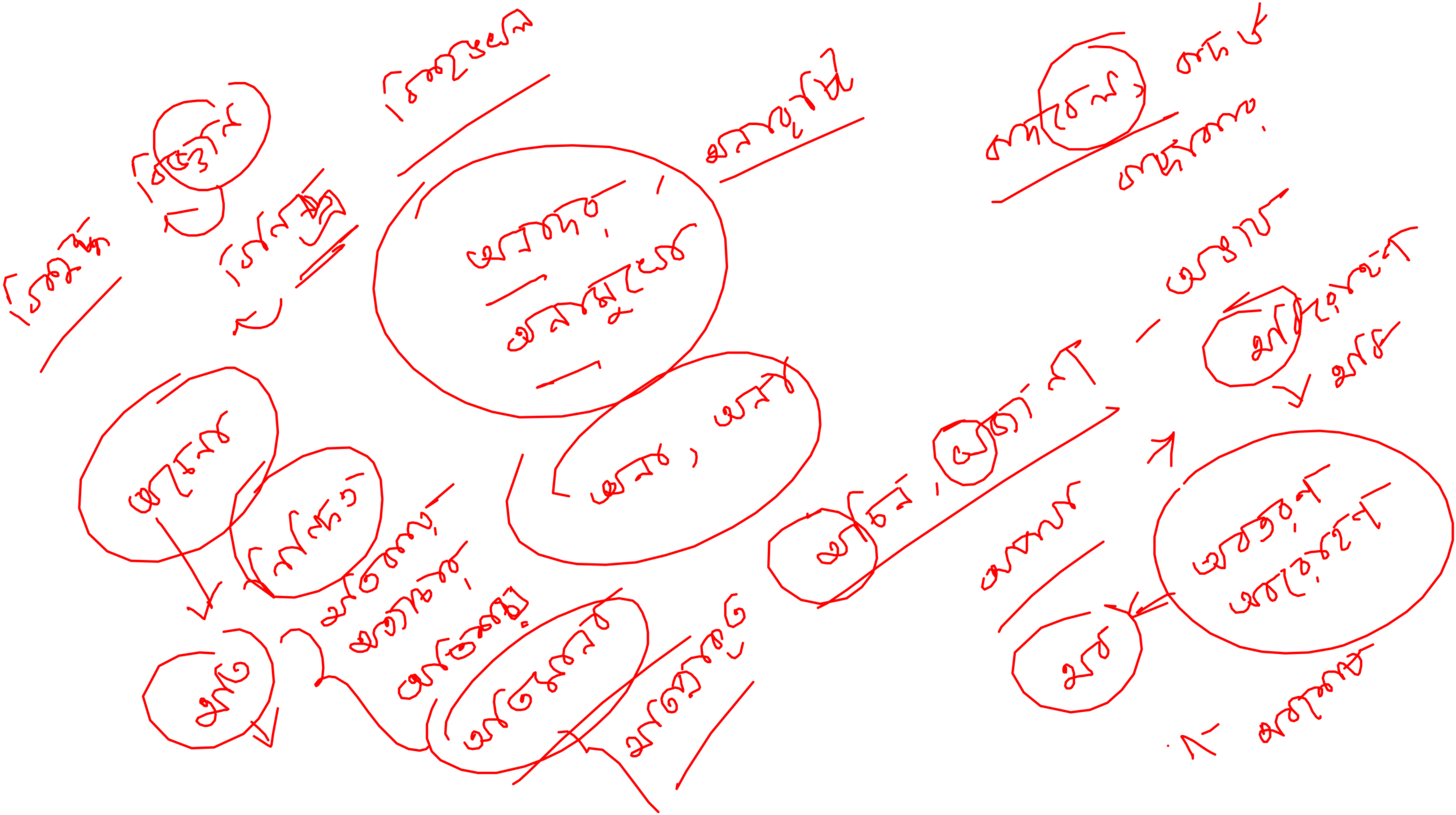

- Thank You